

দানযিলেরে পুস্তক - নম্বর বারো

অন্ধকার

Jeff Pippenger

2023-12-07

অনুপ্রাণতি বাণীর মধ্যে যে শব্দ বা বাক্যাংশ দু'বার পুনরাবৃত্ত হয়েছে, তা দ্বিতীয় স্বর্গদূতের বার্তার প্রতীক।

নবুখদনেজেরের রাজত্বের দ্বিতীয় বছরে নবুখদনেজের ক'ছি স্বপ্ন দেখল; যার ফলে তার আত্মা উদ্ভগ্ন হলো, আর তার ঘুম ভঙে গেল। তখন রাজা আদেশে দলিনে, যাদুকর, জুষোতষী, মন্ত্রজ্ঞ এবং কালদীয়দের ডাকা হোক, যাত তারা রাজাকে তার স্বপ্নগুলি জানায়। তাই তারা এসে রাজার সামনে দাঁড়াল। আর রাজা তাদের বললেন, আমি একটা স্বপ্ন দেখেছি, এবং সেই স্বপ্নটা জানতে আমার আত্মা উদ্ভগ্ন হয়েছে। দানযিলে ২:১-৩।

রাত্রির "অন্ধকারে" নবুখদনেজের একটা প্রতীমার স্বপ্ন দেখলেন, কিন্তু তিনি স্বপ্নটির কথা মনে করতে পারলেন না। রাত্রির এক স্বপ্নে তিনি একটা প্রতীমা দেখলেন, কিন্তু প্রতীমার সেই স্বপ্নটা তাঁর বোধের কাছে ততটাই অন্ধকার ছিল, যতটা অন্ধকার ছিল সেই রাত, যখন তিনি সেই স্বপ্ন দেখেছিলেন।

তখন কাস্দীয়রা রাজাকে সরিয়াক ভাষায় বলল, 'হে রাজা, আপনি চিরজীবী হোন; আপনার দাসদের স্বপ্নটা বলুন, আর আমরা তার ব্যাখ্যা জানাব।' রাজা কাস্দীয়দের উত্তরে বললেন, 'স্বপ্নটা আমি ভুলে গেছি; যদি তোমরা স্বপ্নটা ও তার ব্যাখ্যা আমাকে জানাতে না পারো, তবে তোমাদের টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলা হবে, আর তোমাদের ঘরবাড়ি গোবারের চবিত্তি পরণিত করা হবে। কিন্তু যদি তোমরা স্বপ্নটা এবং তার ব্যাখ্যা জানাও, তবে তোমরা আমার কাছ থেকে উপহার, পুরস্কার ও মহান সম্মান পাবে; অতএব আমাকে স্বপ্নটা এবং তার ব্যাখ্যা জানাও।' দানযিলে ২:৪-৭।

নবুখদনেজেরের মূর্তির স্বপ্নটা ছিল এমন এক পরীক্ষা, যা পরিকল্পিত হয়েছিল এই নির্ধারণের জন্য যে, অন্ধকারে আচ্ছাদিত এক মূর্তি সম্পর্কে সঠিক ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বর্ণনা, এবং সেই স্বপ্নেরে বস্তুবস্তুর ব্যাখ্যা, কে দিতে পারে। মলিরাইট ইতিহাসে মধ্যরাতের আহ্বানের বার্তার সঙগে যুক্ত হওয়া দ্বিতীয় স্বর্গদূতের বার্তাটি কর্মলে পরবতে এলিয়ার মুকাবলির দ্বারা প্রতীপতি হয়েছিল। এটিও এমন এক পরীক্ষা ছিল, যা প্রকাশ করত শুধু কে সত্য ঈশ্বর তাই নয়, কে সত্য নবী তাও। সিস্টার হোয়াইট যাকের সরাসরি এলিয়ার প্রতীপ বলছেন, সেই উইলিয়াম মলির কর্মলে পরবতেরে ঘটনায় এলিয়ার প্রতিনিধিত্ব করছিলেন। তবু প্রতিনিধিত্ব করা হচ্ছিল মূলত উইলিয়াম মলিরকে নয়, বরং তিনি যে ভবিষ্যদ্বাণীর ব্যাখ্যার নিয়মাবলি বুঝতে শিখছিলেন, সেগুলোকেই। কর্মলে পরবতে পুরুষ দেবতা বাল-এর নবীরা এবং নারী দেবতা আশতারোথ-এর নবীরা মথিয়া নবী বলে প্রমাণিত হয়েছিল। মলিরাইট ইতিহাসে, কর্মলে পরবতেরে প্রতীপ অনুযায়ী, প্রোটস্ট্যান্ট গরিজাগুলো মথিয়া নবী হিসেবে প্রমাণিত হয়েছিল।

প্রোটস্ট্যান্ট গরিজাগুলো যখন উইলিয়াম মলিরেরে ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ব্যাখ্যার নিয়মসমূহকে প্রকাশ্যে প্রত্যাখ্যান করল, তখন তারা রোমেরে কনযারা হয়ে গেল। ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ভাষায়, কন্যা তার মায়ে প্রতীমূর্তি মলিরপন্থীদের ইতিহাসে যে

পরীক্ষায় পুরোটাস্টেট্যান্টরা ব্যর্থ হয়েছিল, সটেই ছিল সেই পরীক্ষা যা পশুর একটি প্রতীক (কন্যা)কে সনাক্ত করেছিল এবং গঠন করেছিল। সেখানেই সত্য পুরোটাস্টেট্যান্টবাদে শিখরমত্যাগী পুরোটাস্টেট্যান্টবাদে শিখরে বরোধিতায় প্রকাশ পেয়েছিল। নবুখদনেসর একটি ব্যাখ্যা দাবি করছিলেন, এবং তা করতে গিয়ে, ঈশ্বরীয় ব্যবস্থায় তিনি মিথ্যা ও সত্য উভয় ভবিষ্যদ্বক্তার প্রকাশ ঘটানোর সঙ্গতে জড়িত হয়ে পড়েছিলেন।

তারা আবার উত্তর দিয়ে বলল, রাজা তাঁর দাসদের স্বপ্নটি বলুন, আর আমরা তার ব্যাখ্যা জানাব। রাজা উত্তর দিয়ে বললেন, আমি নিশ্চিতি জানা যি তোমরা সময় লাভ করতে চাও, কারণ তোমরা দেখেছ যে বিষয়টি আমার কাছ থেকে চলে গেছে। কনিতু যদি তোমরা আমাকে স্বপ্নটি জানাতে না চাও, তবে তোমাদের জন্য একটাই বধিান আছে; কারণ তোমরা যতক্ষণ না সময় পাল্টায়, আমার সামনে মিথ্যা ও কুটলি কথা বলার প্রস্তুতি নিয়েছে। অতএব স্বপ্নটি আমাকে বল, এবং আমি বুঝব যে তোমরা তার ব্যাখ্যা আমাকে জানাতে পারবে। দানিয়েলে ২:৭-৯।

পরীক্ষার পরবসমূহের শেষে, কার্মলে পরবতে এবং ২২ অক্টোবর, ১৮৪৪-এ যে পার্থক্য প্রদর্শিত হয়েছিল, তা দানিয়েলে পুস্তককে দ্বিতীয় অধ্যায়েও প্রতিলিপি হয়েছিল। কার্মলে পরবত, মলিরাইট ইতিহাস এবং নবুখদনেসরের মূর্তির স্বপ্ন—এই তিনটি ভাববাণীমূলক উপস্থাপনায়, জোর দেওয়া হয়েছে সঠিক ভাববাদী ব্যাখ্যার ওপর, যা এলিয়াহ, মলিার এবং দানিয়েলের মাধ্যমে প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছে। স্বপ্নের ব্যাখ্যাই সেই বার্তা, যা এমন এক ইতিহাসে উন্মোচিত হয়, যখন ভাববাদীদের দুই শ্রেণি প্রকাশিত হয়।

তখন কালদীয়রা রাজাকে উত্তর দিয়ে বলল, পৃথিবীতে এমন কোনো মানুষ নেই যে রাজার বিষয়টি প্রকাশ করতে পারে; অতএব এমন কোনো রাজা, প্রভু বা শাসক নেই, যে কোনো জাদুকর, জ্যোতিষী বা কালদীয়ের কাছে এমন বিষয় জিজ্ঞাসা করেছেন। আর রাজা যে বিষয়টি দাবি করছেন, তা বরিল; দেবতার ছাড়া, যাদের বাস মাংসের সঙ্গতে নয়, রাজার সামনে সটে প্রকাশ করতে পারে এমন আর কেউ নেই। এই কারণে রাজা ক্রুদ্ধ ও অত্যন্ত রোষান্বিত হলেন, এবং বাবিলের সমস্ত জ্ঞানীগণকে নধিন করার আদেশ দিলেন। দানিয়েলে ২:১০-১২।

কার্মলে পরবতে, এলিয়াহ একটি পরীক্ষা প্রস্তাব করেছিলেন, এবং তিনি যে পরীক্ষা প্রস্তাব করেছিলেন তা শুধু কয়েক সত্য ঈশ্বর তা প্রকাশ করার জন্যই নয়, বরং কয়েক সত্য নবী তাও প্রকাশ করার জন্য ছিল। দানিয়েলে গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে সত্য ও অসত্যের পার্থক্য প্রকাশকারী যে পরীক্ষার কথা, সটে চিহ্নিত করে কালদীয়রাই। তারা ব্যাখ্যা করে যে নবুখদনেসর যে ব্যাখ্যা খুঁজছেন, তা কেবল ঈশ্বরই প্রকাশ করতে পারেন, মানুষ নয়। তারা আরও অভিযোগ করে যে নবুখদনেসর এবং তাঁর ধর্মীয় জ্ঞানীদের মধ্যে যে সম্পর্ক ছিল, তা ভুল ছিল; যখন তারা বলে, "রাজা যে বিষয়টি দাবি করছেন, তা বরিল।" তারা চাইছিল যে রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্বকারী রাজা ধর্মীয় অঙ্গন থেকে দূরে থাকুন—যে অঙ্গনের উপর তাদেরই কর্তৃত্ব বলে ধরা হয়। তারা গরিজা ও রাষ্ট্রের সংযুক্তির নীতির বিরুদ্ধে আপত্তি করছিল না; তারা আপত্তি করছিল যে রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্বকারী নবুখদনেসর গরিজার উপর নধিন্তরণ দাবি করছেন। যদি ধর্মীয় নেতারা রাষ্ট্রের উপর শাসন করতেন, তবে গরিজা-রাষ্ট্র সম্পর্ক নিয়ে তারা স্বচ্ছন্দ থাকত। "পশুর মূর্তির" পরীক্ষা—যখন আমরা আমাদের চরিত্রের পরিণতি নির্ধারণ করি—নবুখদনেসরের মূর্তির স্বপ্নের মতোই জীবন-মৃত্যুর পরীক্ষা।

এবং ফরমান জারি হিল যে জুঞ্জানীদরে হত্যা করা হবে; আর তারা দানযিলে ও তার সঙ্গীদরেকেও হত্যা করার জন্য খুঁজতে লাগল। তখন দানযিলে পরামর্শ ও প্রজুঞ্জার সঙ্গে রাজরক্ষীবাহিনীর অধিনায়ক আরযি়োথকে, যিনি বাবলিরে জুঞ্জানীদরে হত্যা করতে বরেয়িছেলিনে, উত্তর দলিনে। তিনি রাজরক্ষীবাহিনীর অধিনায়ক আরযি়োথকে বললনে, রাজার ফরমান এত তাড়াহুড়ো কনে? তখন আরযি়োথ দানযিলেকে বযিষটি জানালনে। দানযিলে ২:১৩-১৫।

যখন দানযিলে এখনও অজানা প্রতমা-সংক্রান্ত স্বপ্নেরে জীবন-মরণ পরিস্থিতি বিোঝার বযিষে আলোকপ্রাপ্ত হন, তখন তিনি এক লক্ষ চ্যাললশি হাজারেরে এই সত্বে আলোকপ্রাপ্তকি প্রতনিধিত্ব করনে যে তারা তিনি ধাপরে পরীক্ষার প্রকরয়ার দ্বিতীয় ও দৃশ্যমান পরীক্ষার ইতিহাসে রয়ছে। কনিতু দানযিলে শুধু তাদরেই প্রতনিধিত্ব করনে না যারা সঠিকি খাদ্যাভ্যাস বছে নযি প্রথম পরীক্ষায় উত্তীরণ হয়ছে; তিনি সেই মানব প্রতনিধিরিও প্রতনিধিত্ব করনে, যাকে ঈশ্বরের বাইবলীয় ভবযিষদ্বাণী সম্পর্কে বযিষে অন্তর্দৃষ্টি দযিছেলিনে।

এই চারজন যুবকরে বযিষে, ঈশ্বরের তাদরেকে সমস্ত বদ্বিা ও প্রজুঞ্জায় জুঞ্জান ও দক্ষতা দান করলনে; আর দানযিলেরে সকল দর্শন ও স্বপ্নেরে বযিষে বোধগম্যতা ছলি। দানযিলে ১:১৭।

যদগি চারজন বশ্বিস্ত হব্বীয়ই খাদ্যসংক্রান্ত পরীক্ষায় উত্তীরণ হয়ছেলিনে, দানযিলেকে দর্শন ও স্বপ্নেরে বার্তাবাহক হিসেবে নরিবাচতি করা হয়ছেলি। দানযিলে ভবযিষদ্বাণীমূলক বার্তাবাহকরে প্রতনিধিত্ব করছনে, যমেন এলযিাহ, বাপ্তসিমদাতা যোহন, প্রকাশতি বাক্যরে যোহন, উইলয়াম মলিার এবং ফডিচার ফর আমরেকি প্রতনিধিত্ব কর। ভবযিষদ্বাণীমূলক বার্তাবাহক কখনও ভবযিষদ্বাণীমূলক পরীক্ষার থেকে বচিছনি হয় না।

খরসিটরে সময়ে, যাঁরা যোহনেরে সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান করছেলিনে, তাঁরা যীশুর দ্বারা উপকৃত হতে পারনে। মলিারাইটদেরে ইতিহাসে, যারা প্রথম বার্তা যোর প্রতনিধি ছিলিনে উইলয়াম মলিার) প্রত্যাখ্যান করছেলি, তারা দ্বিতীয় বার্তা থেকে উপকৃত হতে পারনে। উভয় ইতিহাসেই বশ্বিস্তরা বুঝতে পারনে পরীক্ষার প্রকরযিটি কোথায় গযি পোঁছাচ্ছিলি। শযিষরা কুরুশবদ্বিতার বযিষটি দেখতে চাইনি, যদগি তাঁদেরে স্পষ্ট করে বলা হয়ছেলি যে তা ঘটবে। মলিারাইটরা মহা হতাশাকে পূর্বানুমান করতে পারনে। আরগিথ যখন নবেখদনজোরেরে মূর্তির স্বপ্নেরে সঙ্গে জড়তি জীবন-মৃত্যুর পরিস্থিতিরি কথা দানযিলেকে জানালনে, তখন তিনি জানতনে না স্বপ্নটির বযিষবস্তু কী ছিলি বা সেই মূর্তি-সম্পর্কতি পরীক্ষা কোথায় নযি যাবে। তিনি শুধু জানতনে, বযিষটি জীবন-মৃত্যুর প্রশ্ন। অতএব ব্যাখ্যাটি বুঝতে দানযিলেরে সময়েরে প্রয়োজন ছিলি।

তখন দানযিলে প্রবশে করে রাজার কাছে অনুরোধ করলনে যে রাজা যনে তাঁকে সময় দনে এবং তিনি যনে রাজাকে ব্যাখ্যাটি জানাতে পারনে। দানযিলে ২:১৬।

ড্যানযিলে প্রথম পরীক্ষায় যে খাদ্য (পদ্ধতি) গ্রহণ করার সদিধান্ত নযিছেলিনে, তাতে তিনি বশ্বিাস প্রকাশ করছেলিনে। তাই তাঁকে সময় দেওয়া হয়ছেলি, যমেন খরসিটরে সময়ে শযিষদেরেও দেওয়া হয়ছেলি। শযিষদেরে যে সময় দেওয়া হয়ছেলি, তা ছিলি খরসিটরে মৃত্যু, সমাধিস্থ হওয়া, পুনরুত্থান এবং তাঁর প্রাথমিক স্বর্গারোহণ পরযন্ত—অরথাৎ এম্মাউসরে পথে শযিষদেরে সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ এবং পরে উপররে ঘরে তাঁদেরে সঙ্গে পুনরায় মলিনরে আগরে সময়। তারপর সেই সময়েরে শেষেই তিনি তাঁদেরে উপর নশ্বিাস ফলে পবতির আত্মা

দলিনে।

আর তিনি এই কথা বলার পর তাদের ওপর ফুঁ দলিনে এবং বললেন, তোমরা পবিত্র আত্মা গ্রহণ করো। যোহন ২০:২২

ইজকেয়িলে ভাববাণী করলেন, আর মৃত হাড়গুলো একত্র করা হল। তারপর ইজকেয়িলে আবার ভাববাণী করলেন, এবং সদ্য গঠিত দেহগুলোর উপর পবিত্র আত্মা ফুঁকে দেওয়া হল, আর তারা এক শক্তিশালী সনোবাহিনী হিসেবে উঠে দাঁড়াল। যখন খ্রিস্ট শিষ্যদের উপর শ্বাস দলিনে, তিনি তাঁদের বোধশক্তি খুলে দলিনে।

তখন তিনি তাদের বুদ্ধি খুলে দলিনে, যাতে তারা শাস্ত্রসমূহ বুঝতে পারে। লুক ২৪:২৫।

সমস্ত নবীই পৃথিবীর শেষে সম্পর্কে কথা বলেন, এবং দানয়িলেও এর ব্যতিক্রম নয়। তিনি যে সময়টা চেষ্টা করেছিলেন, তা ছিল আলোকপ্রাপ্তিপাওয়ার জন্য একটি সময়কাল। মলিরাইটদের অপেক্ষার সময়টা ছিল প্রথম হতাশা থেকে শুরু করে, যতক্ষণ না তারা উপলব্ধি করেছিল যে তারা মথি অধ্যায় পঁচিশ এবং হাবাকুক অধ্যায় দুইয়ের ভবিষ্যদ্বাণীর সঙ্গুতে সম্পর্কিত বলিম্বকালে রয়েছে। মলিরাইট ইতিহাসে বলিম্বকালরে ইতিহাস দ্বিতীয় স্ববর্গদূতরে বার্তার সময়ে পূর্ণতা পেয়েছিল। দানয়িলে অধ্যায় দুই সেই একই ইতিহাস তুলে ধরছে, তাই সময়ের জন্য তার অনুরোধটি ভবিষ্যদ্বাণীমূলকভাবে মলিরাইটদের বলিম্বকালরে সঙ্গুতে সামঞ্জস্যপূর্ণ। অতএব, দানয়িলের সময়ের অনুরোধ এবং মলিরাইটদের বলিম্বকাল এক লক্ষ চূড়াল্লিশি হাজারের বলিম্বকালকে প্রতিনিধিত্ব করে, যা ১৮ জুলাই, ২০২০-এ শুরু হয়েছে।

নবেখদনেজেরের মূর্তির স্বপ্নটি বুঝতে সময় চাওয়ার দানয়িলের অনুরোধকে প্রকাশিত বাক্যের একাদশ অধ্যায়ে সেই সাড়ে তিন দিনের মাধ্যমে প্রতীকায়িত্ব করা হয়েছে, যখন দুই সাক্ষী রাস্তায় মৃত অবস্থায় পড়ে থাকে। প্রকাশিত বাক্য একাদশ অধ্যায়ের সাড়ে তিন দিনের ইতিহাসে—যে সাড়ে তিন দিন প্রতীকীভাবে একটি ভবিষ্যদ্বাণীমূলক মরুপ্রান্তকে নির্দেশ করে—সেখানে একটি কণ্ঠ আহ্বান জানায়। মৃত শুকনো হাড়গুলিকে জাগিয়ে জীবিত করতে সান্ত্বনাকারী যে মানবীয় কণ্ঠস্বরকে ব্যবহার করেন, তার প্রতীক দানয়িলে; তিনি স্বপ্নটিকে কী ছিল এবং তা কী নির্দেশ করে তার ভবিষ্যদ্বাণীমূলক উদ্ঘাটন লাভ করেছিলেন। মরুপ্রান্তরে ধ্বনতি সেই কণ্ঠকে স্বপ্ন ও দর্শনের ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বোধ প্রদান করা হয়েছে, যেমনটি দানয়িলের মাধ্যমে প্রতীকায়িত্ব হয়েছে। কণ্ঠস্বরটি আহ্বান জানাচ্ছে; এতে বোঝা যায় যে তাকে 'মধ্যরাত্রির আহ্বান'-এর বার্তা দেওয়া হয়েছে, এবং সেই আহ্বানটি মধ্যরাত্রিতেই দেওয়া হয়, যা অন্ধকারের প্রতীক।

মধ্যরাত্রে গভীরতম অন্ধকারে কণ্ঠস্বর (দানয়িলে)-কে এমন এক বার্তা বোঝার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল, যা অন্ধকারে আচ্ছাদিত ছিল। কণ্ঠস্বর (ইজকেয়িলে)-কে দেওয়া আদেশটি হলো মৃত শুকনো অস্থিগুলোর প্রতি ভবিষ্যদ্বাণী করা। তিনি তা করলে, রাস্তায় পড়ে থাকা মৃতদের ওপর সান্ত্বনাকারীর শ্বাস প্রবাহিত করা হয়, এবং তারা "পুনরুজ্জীবিত" হয়। কিন্তু সেই পুনরুজ্জীবন কেবল প্রার্থনার মাধ্যমেই সম্পন্ন হয়। রাস্তায় নিহত শুকনো অস্থিগুলোর পুনরুজ্জীবনের ইতিহাসে প্রার্থনা একটি পথচহিন। যে উপযুক্ত স্থানে সেই পথচহিনটি চহিনতি হয়, ঠিক সেখানে দানয়িলে ভবিষ্যদ্বাণীমূলকভাবে সেই পথচহিনের প্রতিনিধিত্ব করেন।

আমাদের মধ্যে সত্যকারে ঈশ্বরভক্তরি একটি পুনর্জাগরণ আমাদের সব প্রয়োজনরে মধ্যে সবচেয়ে বড় এবং সবচেয়ে জরুরি। এটিকে অনুসন্ধান করাই আমাদের প্রথম কাজ হওয়া উচিত। প্রভুর আশীর্বাদ লাভরে জন্ম আন্তরিকি চেষ্টা থাকা চাই—এজন্য নয় যে ঈশ্বর আমাদের ওপর তাঁর আশীর্বাদ বর্ষণ করত অর্ন্তিছুক, বরং এজন্য যে আমরা তা গ্রহণরে জন্ম অপরস্তুত। আমাদের স্বর্গীয় পতি, যারা তাঁর কাছে চান তাদের পবতির আত্মা দতি, পার্থবি পতি-মাতারা তাদের সন্তানদের ভালো উপহার দতি যেতটা ইচ্ছুক, তার চেয়েও বেশি ইচ্ছুক। তবে স্বীকারোক্তি, আত্মনম্রতা, পশ্চাত্তাপ এবং আন্তরিকি প্রার্থনার মাধ্যমে, যে শরতসমূহ পূরণরে ভিত্তিতি ঈশ্বর আমাদের তাঁর আশীর্বাদ দেওয়ার পরতশ্রুতি দিযিছেন, সেগুলো পূরণ করাই আমাদের কাজ। পুনর্জাগরণ আশা করা উচিত কবেল প্রার্থনার উত্তরে। যখন লোকরো ঈশ্বরের পবতির আত্মা থেকে এতটাই বঞ্চিত থাকে, তখন তারা ঈশ্বরের বাক্যরে প্রচাররে মূল্য উপলব্ধি করত পারে না; কনিতু যখন আত্মার শক্তি তাদের হৃদয় স্পর্শ করে, তখন প্রচারতি বাণীগুলো আর নষিফল থাকে না। ঈশ্বরের বাক্যরে শকিষায় পরচিলতি হয়ে, তাঁর আত্মার প্রকাশরে সাথে এবং সুস্থ বচিরবুদ্ধির প্রয়োগে, যারা আমাদের সমাবশে অংশ ননে তারা এক মূল্যবান অভিজ্ঞতা অর্জন করবনে, এবং গৃহে প্রত্যাভর্তন করে এক কল্যাণকর প্রভাব বসিতার করত প্রস্তুত থাকবনে।

প্রবীণ পতাকাবাহকরো জানতনে, প্রার্থনায় ঈশ্বরের সঙগে লড়াই করা বলত কী বোঝায়, এবং তাঁর আত্মার প্রাচুর্যপূরণ বর্ষণ উপভোগ করা কমনে। কনিতু তারা ক্রমে কার্যকরতেররে মঞ্চে থেকে বদীয় নচ্ছনে; আর তাদের স্থান পূরণ করত কে এগযি আসছে? উদীয়মান প্রজন্মরে অবস্থা কমনে? তারা কি ঈশ্বরের দকি ফরি এসছে? স্বর্গীয় পবতিরস্থানে যে কাজ চলছে, সে বিষয়ে আমরা কিসজাগ, নাকি জিগে ওঠার আগে গরিজার ওপর কনো বাধ্যকারী শক্তি নিমে আসার জন্ম আমরা অপকেষা করছি? আমরা কিসমগ্র গরিজার পুনরুজ্জীবন দেখত আশাবাদী? সে সময় কখনও আসবে না।

"গরিজায় এমন লোক আছনে যারা রূপান্তরতি নন, এবং যারা আন্তরিকি, কার্যকর প্রার্থনায় ঐক্যবদ্ধ হবনে না। আমাদের প্রতযকেক ব্য়ক্তিগিতভাবে কাজে নিমে পড়ত হবো। আমাদের বেশি প্রার্থনা করত হবো, এবং কম কথা বলত হবো। অধর্ম সর্বতর ছড়যি পড়ছে, এবং লোকদের শযি়ে দতি হবো যে আত্মা ও শক্তি ছিড়া কবেল ধার্মকিতার বাহ্যিকি রূপে সন্তুষ্ট থাকা উচিত নয়। যদি আমরা নিজিদেরে হৃদয় পরীক্ষা করত, আমাদের পাপ ত্যাগ করত এবং আমাদের মন্দ প্রবৃত্তি সংশোধন করত দৃঢ়প্রতজ্ঞ হই, তবে আমাদের প্রাণ বৃথা অহংকারে ফুলে উঠবে না; আমরা নিজিদেরে ওপর ভরসা করব না, বরং অটুটভাবে অনুভব করব যে আমাদের সামর্থ্য ঈশ্বরের কাছ থেকেই।" Selected Messages, বই ১, ১২১, ১২২।

দানযিলে যে খাদ্যাভ্যাস গ্রহণ করছেলিনে, সেই খাদ্যাভ্যাসে তাঁর বশ্বাসরে ভিত্তিতি, এরপর তাকে এমন এক চাক্ষুষ পরীক্ষার প্রকরযায় আনা হলো, যার জন্ম প্রয়োজন ছিল তাঁর খাদ্যাভ্যাস দ্বারা প্রতনিধিত্ব করা পদ্ধতিটি ব্যবহার করা—প্রথমে এই প্রতশ্রুতি দেওয়া যে তাঁর ঈশ্বর স্বপ্নটি সিনাক্ত করে ব্যাখ্যা করবনে, এবং পরে সেই স্বপ্নটি রাজার কাছে উপস্থাপন করবনে। তাঁর কাছে ছিল সঠিকি খাদ্যাভ্যাস, অর্থাৎ সঠিকি পদ্ধতি, এবং তারপর তনি সম্পূরণ "অন্ধকার"-এ থাকা নবুখদনসেররে মুর্তির স্বপ্নরে বারতাটি উপস্থাপন করে তাঁর বশ্বাসকে চাক্ষুষভাবে প্রকাশ করত উদ্যত হলনে। তাঁর পরবর্তী কাজটিই ছিল বশ্বাসরে চাক্ষুষ প্রকাশ, কারণ তখন তনি অন্ধকারে পড়লে ঈশ্বরের লোকরো যে ঈশ্বরকি সূত্র অনুসরণ করে, সটেই প্রয়োগ করছেলিনে।

অশুভের অন্ধকার প্রার্থনা করতে অবহেলা করা মানুষদের ঘরিরে ফলে। শত্রুর ফসিফসি প্রলোভন তাদের পাপের পথে প্রলুব্ধ করে; আর সবকিছুই ঘটে কারণ তারা প্রার্থনার ঈশ্বরিকি বধানে ঈশ্বরের য়ে বিশিষে সুবধি়া তাদের দয়ি়েছেন, তা কাজে লাগায় না। ঈশ্বরের পুত্র-কন্যাদের প্রার্থনা করতে অনীহা থাকবে কেনে, যখন প্রার্থনা হলো বিশ্বাসের হাতে ধরা সেই চাবি, যা খুলে দয়ে স্বর্গেরে ভাণ্ডারঘর, যখনে সঞ্চিত আছে সর্বশক্তিমানের সীমাহীন সম্পদ? অবরাম প্রার্থনা ও সতরক জাগরণ ব্যতীত আমরা উদাসীন হয়ে পড়া এবং সঠিকি পথ থেকে বিচ্যুত হওয়ার ঝুঁকতিে থাকি। শত্রু করুণাসিংহাসনের পথে করমাগত বাধা দতিে তৎপর থাকে, যাতে আমরা আন্তরিকি মনিতি ও বিশ্বাসেরে মাধ্যমে প্রলোভন প্রতরিোধেরে জন্য অনুগ্রহ ও শক্তিলাভ করতে না পারি। স্টেপেস টু ক্রাইস্ট, ৯৪।

নবুখদনজোরেরে রাতেরে স্বপ্নেরে বিষয়বস্তুর অন্ধকারে, দানয়িলে তাঁর তনি সঙুগীর সঙুগে একত্র হয়ে প্রার্থনা করলনে।

তখন দানয়িলে তাঁর ঘরে গলেনে এবং বিষয়টি তাঁর সঙুগী হনানয়ি, মশিয়ালে ও আজারয়িকো জানালনে—যনে তারা এই রহস্য বিষয়ে স্বর্গেরে ঈশ্বরেরে করুণা প্রার্থনা করে, যাতে দানয়িলে ও তাঁর সঙুগীরা বাবলিরে অন্য জুঞ্জনীদরে সঙুগে নাশ না হয়। তারপর রাত্রির দর্শনে দানয়িলেরে কাছে সেই রহস্য প্রকাশ করা হলো। তখন দানয়িলে স্বর্গেরে ঈশ্বরকে আশীর্বাদ করলনে। দানয়িলে বললনে, ঈশ্বরেরে নাম যুগে যুগে ধন্য হোক; কারণ জুঞ্জন ও পরাক্রম তাঁরই। তনি সময় ও ঋতু পরবির্তন করনে; তনি রাজাদেরে অপসারণ করনে এবং রাজাদেরে প্রতষ্টিা করনে; তনি জুঞ্জনীদরে জুঞ্জন দনে, এবং বোধশীলদেরে জুঞ্জন প্রদান করনে। তনি গভীর ও গুপ্ত বিষয় প্রকাশ করনে; অন্ধকারে যা আছে তনি জাননে, এবং আলো তাঁর সঙুগে বাস করে। হে আমার পতিপুরুষদেরে ঈশ্বর, আমি তোমাকে ধন্যবাদ জানাই এবং তোমার স্তব করি, কারণ তুমি আমাকে জুঞ্জন ও পরাক্রম দয়ি়েছে, এবং এখন তুমি আমাকে জানয়ি়ে দলি়ে আমরা তোমার কাছে যা প্রার্থনা করছেলাম; কারণ এখন তুমি আমাদের কাছে রাজার বিষয়টি প্রকাশ করছে। দানয়িলে ২:১৭-২৩।

তখন দানয়িলে পুরস্কৃত হলনে সেই তাঁর দ্বারা, যনি 'অন্ধকারে যা আছে তা জাননে'। রববিার-সংকরান্ত আইন প্রণয়নেরে আন্দোলনটি অন্ধকারে চলছে, এবং যারা দবিষ আহার ভক্ষণ করার কথা প্রকাশ্যে স্বীকার করছে, তাদেরে পশুর প্রতমি়ার গঠনেরে বিষয়টি স্বীকৃতি দতিে হবে, যা পোপীয় কর্তৃত্বেরে চহিন বলবৎ করার জন্য ধর্মীয় ও রাজনৈতিকি মঞ্চে প্রস্তুত করে।

দানয়িলে গ্রন্থেরে দ্বিতীয় অধ্যায় কবেল মলিরাইট ইতিহাসে দ্বিতীয় স্বর্গদূতেরে ইতিহাস চহিনতি করছে না; বরং আরও সরাসরি সিখনে তৃতীয় স্বর্গদূতেরে আন্দোলনে দ্বিতীয় স্বর্গদূতেরে ইতিহাসকে উদ্ভাসতি করা হয়ছে। নবুখদনজোরেরে প্রতমি়া-স্বপ্নেরে পরীক্ষায় পশুর প্রতমি়ার পরীক্ষাকে প্রতীকায়তি করা হয়ছে। ঈশ্বরেরে লোকেরো আসন্ন রববিারেরে আইনেরে জীবন-মৃত্যুর পরস্থিতি সম্পর্কে জাগরত হচ্ছে—এই ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ধাপগুলো দানয়িলে ও প্রকাশতি বাক্য গ্রন্থে অত্বনত নরিদষ্টিভাবে চহিনতি করা হয়ছে।

দানয়িলে সেই ইতিহাস-পর্বেরে বার্তাবাহকেরে প্রতিনিধিত্ব করনে, যখনে প্রতমি়ার স্বপ্নেরে জীবন-মৃত্যুর বার্তা ঘোষতি হয়। তনি য়ে আহারনীতি উপলব্ধি করছেনে, স্টেতিই তনি দৃঢ় থাকনে, এবং বিশ্বাসেরে দ্বারা ঘোষণা করনে য়ে ঈশ্বর দর্শনটি প্রকাশ করতে পারনে, তবে তনি সময় প্রার্থনা করনে। সে সময়টাই অপেক্ষার সময়। অপেক্ষার সময়েরে শেষে,

নব্বুদনজেররে অনধকার স্বপ্নে কী ছলি সবে বধিযে তাকে জুঞান দেওয়া হয়—কনিতু শুধু তাই নয়। তিনিশিধু পুরতমির স্বপ্নরে অরুথই বোঝানে না, যা পশুর মূর্তিও তার সঙ্গে যুক্ত পরীক্শাকে পুরতীকাযতি করে; তিনি অপক্শার সময়রে শেষে ঈশ্বররেও স্তব করছনে, কারণ ঈশ্বর "জুঞানীদরে জুঞান দনে, এবং যারা ববিচেনা করতে জানে তাদরে বদিয়া দান করনে; তিনি গভীর ও গুপ্ত বধিয পুরকাশ করনে; তিনি অনধকারে কী আছে তা জাননে, এবং আলো তাঁর সঙ্গেই বাস করে।"

দানযিলে এখানে তাঁর পুরশংসাকে এই পুরক্শাপটে স্থাপন করছনে যে 'জুঞান বৃদ্ধি' ঘটছে; কারণ তিনিই দ্বাদশ অধ্যায়ে চহিনতি করনে যে 'বুদ্ধিমিন'রা 'জুঞান বৃদ্ধিকে' বুঝবে, এবং তিনি আরও ঈশ্বররে পুরশংসা করছনে যে তিনি 'বুদ্ধিমিন'দরে 'পুরজুঞা' ও 'জুঞান' দান করছনে। তিনি সরাসরি বুদ্ধিমিন কুমারীদরে পুরত ইঙ্গতি করছনে এবং তাঁর সময়কে বলিমবরে সময়রে সাথে সংযুক্ত করছনে। তিনি দ্বিতীয় অধ্যায়ে পাওয়া দৃষ্টান্তটিকে সরাসরি তৃতীয় স্ববর্গদূতরে আন্দোলনে মর্থ পঁচশিরে বলিমবরে সময়রে নথিত পুরপূরণতায় স্থাপন করছনে। আরও তাৎপর্যপূর্ণ হলো এই সত্য যে পুরকাশতি বাক্য গ্রন্থে চহিনতি করা হয়ছে যে, পরীক্শাকালরে সমাপতির ঠিক আগে যোহনকে বলা হয়ছিলি দানযিলে ও পুরকাশতি বাক্য গ্রন্থরে ভবধিযদ্বাগীর বাক্যসমূহ সীল না করতে, কারণ এগুলো একই গ্রন্থ।

আর তিনি আমাকে বললিনে, এই গ্রন্থরে ভবধিযদ্বাগীর বাক্যসমূহ সীলমোহর করণ্ডি না; কারণ সময় নকিটে। যে অন্যায়কারী, সে যনে এখনও অন্যায় করতি থাকুক; যে অপবতির, সে যনে এখনও অপবতির থাকুক; যে ধার্মকি, সে যনে এখনও ধার্মকি থাকুক; এবং যে পবতির, সে যনে এখনও পবতির থাকুক। পুরকাশতি বাক্য ২২:১০, ১১।

দানযিলে ও পুরকাশতি বাক্যরে ভবধিযদ্বাগীগুলা উন্মোচতি হওয়ার সময়টি হিলো দশ কুমারীর উপমায় উল্লেখতি বলিমবকাল, এবং সেই সময়টি দানযিলেরে সময় চাওয়ার অনুরোধরে মাধ্যমে পুরতনিধিত্ব করা হয়ছে। তার সময় চাওয়ার অনুরোধরে পর পুরার্থনা করা হয়ছিলি, যা শূকনো মৃত অস্থিগুলোর পুনরুত্থানরে পূর্বই ঘটতে হবে। যে সময়কালে জুঞানরে বৃদ্ধি ঘটবে এবং অনধকারে আচ্ছাদতি স্বপ্নরে মূর্তির অর্থ পুরকাশতি হয়ছিলি, সেই সময়ে ঈশ্বর দানযিলেরে জন্য আরকেট কাজ করছিলিনে। "তিনি গভীর ও গুপ্ত বধিয পুরকাশ করনে।" মধ্যরাতরে আহ্বানরে ইতিহাসরে গুপ্ত বধিযটি হিলো পুরকাশতি বাক্যে থাকা সেই ভবধিযদ্বাগী, যা কৃপাকাল সমাপ্ত হওয়ার ঠিক আগে উন্মোচতি হয়। সেই "গভীর ও গুপ্ত" বধিযটি হিলো "সত্য"।

সত্য সেই ভবধিযদ্বাগীমূলক চাবি হয়ে ওঠে, যা দানযিলেরে পুরতনিধিত্বকারী বার্তাবাহকরে কাছে উন্মোচতি হয় এবং যা "সাত বজুর"-এর গোপন ইতিহাসকে চহিনতি করতে সক্ষম করে। গোপন ইতিহাসটি হিলো তিনিই মাইলফলকরে ইতিহাস। পুরথমটি একটি ইতিহাস এবং শেষটিও একটি ইতিহাস, যমেন মলিরাইট ইতিহাসে দেখানো হয়ছে। যে হিব্রু শব্দটি "সত্য" হসিবে অনুদতি হয়, তা "বসিময়কর ভাষাবদি" দ্বারা সৃষ্টি হয়ছিলি, হিব্রু বর্গমালার পুরথম, ত্রয়োদশ এবং শেষে অক্ষররে সমন্বয়ে। যীশুই পুরথম ও শেষে, এবং তিনিই "সত্য"। "বসিময়কর ভাষাবদি" সৃষ্টি সেই শব্দটির গঠন "সাত বজুর"-এর গোপন ইতিহাসস্বরূপ তিনিই ভবধিযদ্বাগীমূলক মাইলফলককে চহিনতি করে, যগুলো দানযিলে "সময়" চয়ে পুরার্থনায় গমন করার আগ পর্যন্ত সলিমোহর করে রাখা থাকার কথা ছিলি।

২০২০ সালরে ১৮ জুলাইয়ের হতাশা ছিলি পুরথম মাইলফলক, এবং এটি তিনিই মাইলফলকরে শেষটির সাথে যুক্ত হতাশাকে চিত্রতি করে; আর সেই শেষে মাইলফলক হিলো রববাররে আইন।

মধ্যবর্তী অক্ষর, অর্থাৎ তরোতম অক্ষরটি বিদ্রোহের প্রতীক, এবং সটোঁ সাতটী বজুরে গোপন ইতিহাসের মধ্যবর্তী মাইলফলকরও প্রতীক। এই বিদ্রোহকে মধ্যরাতের আহ্বানে মূর্খ কুমারীরা প্রতিনিধিত্ব করে, কারণ মধ্যরাতের আহ্বানই ২০২০ সালের ১৮ জুলাই, মধ্যরাতের আহ্বান এবং আসন্ন রববারের আইন—এই তনি-ধাপের ইতিহাসের মধ্যবর্তী মাইলফলক। মধ্যরাত হওয়া মাত্র সময় তরোতম ঘণ্টায় প্রবেশ করে, যখনে মূর্খ কুমারীদের দৃশ্যমান প্রকাশ ঘটবে—তারা বুঝতে পারে যে তাদের কাছে সোনালি তিলে নই।

প্রকাশিত বাক্যের একাদশ অধ্যায়ে 'সাড়ে তনি দনি'-এর প্রতীকী 'মরুভূমতি, ঈশ্বরকে প্রজাদের 'সাত গুণ' অভিশাপের প্রতীকী ইতিহাসে অবস্থানরত হিসেবে উপস্থাপিত করা হয়েছে। সেই সময়সীমার শেষে, তাদের বুঝতে হবে যে তারা বক্ষিত হয়েছে, তারা পাপ করেছে, তাদের পতিপুরুষেরা পাপ করেছে, তারা ঈশ্বরের বিরুদ্ধভাবে চলছে এবং ঈশ্বরও তাদের প্রতি বিরুদ্ধভাবে চলছেন। সেই উপলব্ধি তাদের লবীয় পুস্তক ছাব্বিশি অধ্যায়ে প্রার্থনা করতে উদ্বুদ্ধ করবে। লবীয় পুস্তক ছাব্বিশি অধ্যায়ে প্রার্থনাই যে তাদের করতে হবে—এই উপলব্ধি ভাববাদীভাবে দানয়িলে দ্বিতীয় অধ্যায়ে দানয়িলের প্রার্থনার সঙ্গত সামঞ্জস্যপূর্ণ, এবং তা নবম অধ্যায়ে দানয়িলের প্রার্থনার দ্বারা উদাহৃত হয়েছে। নবম অধ্যায়ে দানয়িলে লবীয় পুস্তক ছাব্বিশি অধ্যায়ে সেই প্রার্থনা করেছিলেন, কারণ তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে ঈশ্বরের প্রজাদের বন্দদিশা সম্পর্কে যিরমিয়ার ভাববাণীতে নির্ধারণিত সত্তর বছরের শেষসীমায় তিনি এসে পৌঁছেন।

ঐ একই সত্তর বছর ঈশ্বরের জনগণের সলিমোহর প্রাপ্তির ইতিহাসকে প্রতিনিধিত্ব করে। ঐ সত্তর বছর মালাখি তৃতীয় অধ্যায়ে উল্লিখিত শুদ্ধিকরণ এবং খরসিটের মন্দরি শুদ্ধ করার দুটি ঘটনাক্রমে প্রতিনিধিত্ব করে। সেগুলা পশুর মূর্তির পরীক্ষার ইতিহাসকে প্রতিনিধিত্ব করে। সেই ইতিহাস শুরু হয় ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০১-এ এবং শীঘ্রই আসন্ন রববারের আইনে গিয়ে শেষ হবে। ওই প্রতীকী সত্তর বছরের সময়কালের শেষে, দানয়িলে যেনে প্রার্থনা করতে পারেন বলে একটি "প্রতীক্ষার সময়" চান। তাঁর প্রার্থনার জবাব এসেছিল যখন ভবিষ্যদ্বাণীর চূড়ান্ত রহস্য তাঁর কাছে প্রকাশিত হয়। ঐ প্রকাশটি এসেছিল, যখন ১৮ জুলাই, ২০২০-এর পরেও ঈশ্বরের সত্যকারের প্রোটোস্ট্যান্টরা "অরণ্য" বহিষ্করণকালে ছিলেন। সেই সময়ে "সত্য" "অরণ্যে আহ্বানকারী কণ্ঠ"-এর কাছে প্রকাশিত হয়েছিল।

আমরা পরের প্রবন্ধে দানয়িলের দ্বিতীয় অধ্যায় চালিয়ে যাব।

আর প্রভুর ক্রোধ এই ভূমির বিরুদ্ধে প্রজ্বলিত হলে, যাতো এই গ্রন্থে লিখিত সমস্ত অভিশাপ তার উপর তনি আনেন: আর প্রভু ক্রোধে, রোষে ও মহা ক্রোধে তাদেরকে তাদের ভূমিকে উপড়ে ফেললেন এবং তাদেরকে অন্য এক দেশে নিক্ষেপ করলেন, যেনে আজ পর্যন্ত আছে। গোপন বিষয়সমূহ প্রভু আমাদের ঈশ্বরের; কিন্তু যে বিষয়সমূহ প্রকাশিত হয়েছে তা আমাদের ও আমাদের সন্তানদের চরিকাল, যাতো আমরা এই ব্যবস্থার সমস্ত কথা পালন করি। ব্যবস্থাবিরণী ২৯:২৭-২৯।